Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ৩০ day of আগস্ট**, ২০২৩**

Other Suit No. ১২৯৭ / ২০২১

নবী আলম এর মৃত্যুতে মোঃ হোসেন গং ও অন্যান্য

---------- Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোস্তফা খাতুন মরনে মোঃ সোলেমান গং ও অন্যান্য

----------Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৫/০৩/১৬ খ্রিঃ, ২৭/০৪/১৬ খ্রিঃ, ২৯/৬/১৬ খ্রিঃ, ২/০১/১৭ খ্রিঃ, ০৪/০২/২১ খ্রিঃ, ২০/৭/২২ খ্রিঃ, ৩১/০৮/২২ খ্রিঃ, ১২/০৬/২৩ খ্রিঃ, ২৭/৯/২২ খ্রিঃ ও ২৯/৫/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব অমিত কুমার ধর Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ এমদাদ উল্লাহ্ চৌধুরী Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ও বি এস খতিয়ান ভুল এবং এল এ ৮/৯৮-৯৯ নং মামলায় প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী মর্মে ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বিগত ১৪/১১/১৯৯৯ ইং তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ ১ম আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রামে অত্র মামলাটি দায়ের হলে উহা অপর ৩০৪/১৯৯৯ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা

জজ, চট্টগ্রাম মহোদয়ের বিগত ১৫/০২/২০২১ ইং তারিখের ৬১ নং আদেশ মূলে উক্ত মামলাটি অত্রাদালতে বদলী করা হয় যা **অপর ১২৯৭/২০২১** নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডী মালিক ছিল আছাব উদ্দিন। তার মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব স্ত্রী আশরফ বিবি, পুত্র আবদুল আজিম, আবদুল মজিদ, জালাল আহামদ ও কন্যা ১ নং বিবাদীনি প্রাপ্ত হন। উক্ত আবদুল আজিম মরণে তৎ স্বত্ব মাতা ভ্রাতা ও ভগ্নী আশরাফ বিবি গং প্রাপ্ত হয়। উক্ত আবদুল মজিদ মরণে ও জালাল আহম্মদ নিখোঁজ হলে তাদের স্বত্ব তৎ মাতা আশরফ বিবি ও বোন মোস্তাফা খাতুন প্রাপ্ত হন। উক্ত আশরফ বিবি মরনে তৎ স্বত্ব কন্যা মোস্তাফা খাতুন ও বোন আবজান বিবি প্রাপ্ত হয়। উক্ত আবজান বিবি নালিশী ভূমি ফতু সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব তৎ কন্যা সিরাজ খাতুন ও পুত্র আলী আহামদ প্রাপ্ত হন। উক্ত আলী আহামদ মরনে ১নং বাদী প্রাপ্ত হন। উক্ত সিরাজ খাতুন মরনে তৎ স্বত্ব কন্যা আছিয়া খাতুন এর পরবর্তী ওয়ারিশ ৪-৭ নং বিবাদীগণ ও ভাইপো ১নং বাদী প্রাপ্ত হন। নালিশী ভূমি বাদীগন তর্কা সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া চাষাবাদে ভোগদখলে আছে। নালিশী ভূমিতে ১নং বিবাদীর স্বত্ব দখল নাই। ১নং বিবাদী বিগত ১/১১/৯৯ ইং তারিখে ভুল বি এস খতিয়ানের অনুবলে মালিকানা দাবি করে এবং এল. এ. ৮/৯৮-৯৯ ইং নম্বর মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের হুমকি প্রদর্শন করে। বাদীগণ বিগত ২/১১/৯৯ ইং তারিখে নালিশী ভূমির বি. এস. খতিয়ানের খসড়া নকল প্রাপ্তে সঠিক ভাবে জ্ঞাত হন। ভুল বি এস খতিয়ানের কারনে বাদীর স্বত্বে মেঘাবরণ হওয়ায় বাদীগণ নালিশী সম্পত্তি স্বত্ব, বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ মর্মে ঘোষনা এবং বাদীগণ ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলনের অধিকারী মর্মে প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ণ করেন।

২ নং বাদী মৃত্যুবরণ করিলে তৎ ওয়ারীশ গণ কে কায়মোকাম বাদী শ্রেনীভূক্ত করার পরবর্তীতে ৪-৭ নং বিবাদী শ্রেনীভূক্ত করা হয়।

অন্যদিকে ১ (ক) নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী আর. এস. ৩৪৭৩ খতিয়ানের উপরিস্থ জমিদার ছিলেন আসরাফ আলী এবং তাহার অধীনস্থ রায়ত ছিলেন আছাব উদ্দীন। পরবর্তীতে উক্ত খতিয়ানের আর. এস. ১১৭৩১/ ১১৭৩২/ ১১৭৩৩/ ১১৭৩৪/ ১১৭৩৫ দাগাদির ভূমি সরকার খাস করিলে পটিয়া খাস মহল ২৯৮৭/ ১১ খতিয়ান মালিক হিসেবে প্রচার হয়। তৎপর আছাব উদ্দীন এর পুত্র আবদুল মজিদ ১৯৪১-৪২ ইং সনে ১০৪ নং মোকদ্দমা মূলে ৭/৪/৪২ ইং তারিখে পটিয়া খাস মহল হইতে উক্ত সম্পত্তি মুক্ত করিয়া তৎ অধীনে আর. এস. ২৯৮৭/ ১১ নং আর. এস. খতিয়ানে আবদুল মজিদের নামে চুড়ান্ত প্রচার আছে। তদানুযাী আবদুল মজিদের নামে ৩০৭ নং

জোত সৃজন হয়। আর. এস. ২৯৮৭/ ১১ নং খতিয়ানে এ বিষয়ে মন্তব্য কলামে সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে। পরবর্তীতে তার নামে পি. এস. খতিয়ান প্রচারিত হয়।

উক্ত আর. এস. রেকর্ডী আবদুল মজিদ মরণে কন্যা ছায়রা খাতুন, ভ্রাতা জালাল আহামদ ও ভগ্নি মোস্তফা খাতুন ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। উক্ত ছায়রা খাতুন মরণে জালাল আহামদ ও ১নং বিবাদী মোস্তফা খাতুন ওয়ারিশ থাকে। উক্ত মোস্তফা খাতুন ও জালাল আহামদ এর নামে বি. এস. জরীপ চূড়ান্ত প্রচার আছে। তৎপর জালাল আহামদ মরণে ১নং বিবাদী সম্পূর্ণ স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার আছে। ১নং বিবাদী মরণে পুত্র হিসেবে ১(ক) নং কায়মোকামকৃত বিবাদী তৎ স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার হয়। নালিশী বি. এস. ১৫৯৬৬/ ১৫৯৬৯ দাগে ৯৯ শতক ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা অধিগ্রহণ করিলে তদ্ অনুযায়ী এই বিবাদীর মাতা ১নং বিবাদীর উপর নেটিশ ইস্যু হয়। ১নং বিবাদী ২নং বিবাদীর দপ্তর হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করিতে যায়। বাদীগণ সেখানে আপত্তি দিয়ে কোন সুবিধা করতে না পারিয়া মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। বাদীগণ অত্র মোদ্দমায় কোন প্রকার Equitable Relief পাইতে পারে না। বাদীর মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?
৭) বাদীপক্ষ এল এ কেস নং ৮/৯৮-৯৯ মামলার ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলনের অধিকারী কিনা ?
৮) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ রৌশন আলী (P.W.1)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ কবির আহমদ (D.W.1) ও বজুলুল হক (D.W.2)।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ৩৪৭৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১
২। বি. এস. ১৬৯৬নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ২৯৮৭/১১ নং খতিয়ান ও বি এস ১৬৯৬ নং খতিয়ানের সি. সি. ফটোকপি	প্রদর্শনী ক সিরিজ
২। বড়উঠান ইউপি ওয়ারিশ সনদ এর ফটোকপি ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী-খ সিরিজ
৩। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী গ সিরিজ

(P.W.1) এবং (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি বর্নিত তফসিলোক্ত ৩৪ শতক সম্পত্তি বাদীগণ তর্কাসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে চাষাবাদে ভোগদখলে আছে। নালিশী ভূমিতে ১নং বিবাদীর স্বত্ব দখল নাই। ১নং বিবাদী বিগত ১/১১/৯৯ ইং তারিখে ভুল বি এস খতিয়ানের অনুবলে মালিকানা দাবি করে এবং এল. এ. ৮/৯৮-৯৯ ইং নম্বর মামলার

ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের হুমকি প্রদর্শন করে। ভুল রেকর্ডের কারনে বিবাদীগণ বাদীগনের স্বত্বে মালিকানা দাবি করিলে বাদীগণ সর্বপ্রথম ০২/১১/১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং উক্ত বিষয়ে মর্মে অবগত হন। বিগত ১/১১/১৯৯৯ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৪/১১/১৯৯৯ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫, ৬ ও ৭ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

" বাদীপক্ষ এল এ কেস নং ৮/৯৮-৯৯ মামলার ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলনের অধিকারী কিনা?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো। আরজির তফসিল পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, তফসিলোক্ত নালিশী ৩৪ শতক ভূমি সাহামীরপুর মৌজার আর এস ৩৪৭৩ নং খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি হয়। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী উক্ত খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী- ১] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানে আর এস ১১৭৩১/ ১১৭৩২/ ১১৭৩৩/ ১১৭৩৪/ ১১৭৩৫/১১৭৩৬ দাগে মোট ২০৩ শতক ভূমির রায়তী স্বত্বীয় ও দখলীয় একক মালিক ছিলেন আছাব উদ্দিন। P.W.1 এর দাবিমতে আছাব উদ্দিন মরনে তৎ স্বত্ব স্ত্রী আশরফ বিবি, ৩ পুত্র আবদুল আজিম, আবদুল মজিদ ও জালাল আহামদ এবং এক কন্যা ১ নং বিবাদীনি প্রাপ্ত হন। আবার উক্ত আবদুল আজিম মরণে তৎ স্বত্ব মাতা ভ্রাতা ও ভগ্নী আশরাফ বিবি গং প্রাপ্ত হয়। আবদুল মজিদ মরণে ও জালাল আহম্মদ নিখোঁজ হলে তাদের স্বত্ব তৎ মাতা আশরফ বিবি ও বোন মোস্তাফা খাতুন প্রাপ্ত হন। সর্বশেষ উক্ত আশরফ বিবি মরনে তৎ স্বত্ব কন্যা মোস্তাফা খাতুন ও বোন আবজান বিবি প্রাপ্ত হয়। উক্ত আবজান বিবি নালিশী ভূমি ফতু সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব তৎ কন্যা সিরাজ খাতুন ও পুত্র আলী আহামদ প্রাপ্ত হন। উক্ত আলী আহামদ মরনে ১নং বাদী প্রাপ্ত হন। উক্ত সিরাজ

খাতুন মরনে তৎ স্বত্ব ২ নং বাদী কন্যা আছিয়া খাতুন এবং তৎ মৃত্যুতে তাহার পরবর্তী ওয়ারিশ স্থানান্তরিত ৪-৭ নং বিবাদীগণ ও ভাইপো ১নং বাদী প্রাপ্ত হন। এভাবে ১ নং বাদী নালিশী ভূমি তর্কা সূত্রে প্রাপ্ত স্বত্ববান ও দখলকার মর্মে দাবি করেন।

অপরদিকে D.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় আর এস ২৯৮৭/১১ নং খতিয়ানের সি.সি ফটোকপি [প্রদর্শনী-ক] এবং নালিশী আর এস ৩৪৭৩ খতিয়ানের সি.সি কপি [প্রদর্শনী-১] পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর. এস. ৩৪৭৩ খতিয়ানের উপরিস্থ জমিদার ছিলেন আসরাফ আলী এবং তাহার অধীনস্থ রায়ত ছিলেন আছাব উদ্দীন। পরবর্তীতে উক্ত খতিয়ানের আর. এস. ১১৭৩১/ ১১৭৩২/ ১১৭৩৩/ ১১৭৩৪/ ১১৭৩৫ দাগাদির সমুদয় ১৪৪ শতক ভূমি সরকার খাস করিলে পটিয়া খাস মহল ২৯৮৭ খতিয়ান মালিক হিসেবে প্রচার হয়। [প্রদর্শনী-ক] পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় আছাব উদ্দীন এর পুত্র আবদুল মজিদ ১৯৪১-৪২ ইং সনে ১০৪ নং মোকদ্দমা মূলে ৭/৪/৪২ ইং তারিখে পটিয়া খাস মহল হইতে উক্ত সম্পত্তি মুক্ত করিলে তাহার নামে আর. এস. ২৯৮৭/ ১১ নং চুড়ান্ত প্রচারিত হয় এবং তদানুযায়ী আবদুল মজিদের নামে ৩০৭ নং জোত সৃজন হয়। বিবাদীপক্ষ আবদুল মজিদের নামে পি এস খতিয়ান হবার দাবি করলেও উক্ত খতিয়ান দাখিল করেননি।

বিবাদীপক্ষের দাবি হলো আর. এস. রেকর্ডী আবদুল মজিদ মরণে কন্যা ছায়রা খাতুন, ভ্রাতা জালাল আহামদ ও ভগ্নি মোস্তফা খাতুন ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। উক্ত ছায়রা খাতুন মরণে জালাল আহামদ ও ১নং বিবাদী মোস্তফা খাতুন ওয়ারিশ থাকে। জালাল আহম্মদ ও মোস্তফা খাতুনের নামে বি এস খতিয়ান হয়। বাদীপক্ষের দাখিলীয় বি এস ১৬৯৬ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ২ পর্যালোচনায় উক্তরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে জালাল আহামদ মরণে ১নং বিবাদী সম্পূর্ণ স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার হন এবং ১নং বিবাদী মরণে পুত্র হিসেবে ১(ক) নং কায়মোকামকৃত বিবাদী তৎ স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার হন। বিবাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে দাবি করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ প্রথমত নালিশী আর এস ৩৪৭৩ খতিয়ানের নালিশী দাগাদির সম্পত্তি মূল মালিক আছাব উদ্দীন হতে ওয়ারীশ পরম্পরায় সর্বশেষ তর্কাসূত্রে নালিশী সম্পত্তি প্রাপ্তির দাবি করলেও দেখা যায় যে আছাব উদ্দীনের উক্ত সম্পত্তি খাস হিসাবে পটিয়া খাস মহাল ভূক্ত হলে আছাব উদ্দিনের পুত্র আবদুল মজিদ ১৯৪১-৪২ ইং সনে ১০৪ নং মোকদ্দমা মূলে ৭/৪/৪২ ইং তারিখে পটিয়া খাস মহল হইতে উক্ত সম্পত্তি মুক্ত করিলে তাহার নামে আর. এস. ২৯৮৭/ ১১ নং চুড়ান্ত প্রচারিত হয় এবং তদানুযায়ী আবদুল মজিদের নামে ৩০৭ নং জোত সৃজন হয়। সুতরাং আছাব উদ্দীন হতে তৎ স্ত্রী আশরাফ বিবি প্রাপ্ত হননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ আবদুল মজিদ উক্ত সম্পত্তি খাস হতে মুক্তক্রমে প্রাপ্ত হবার কোন তথ্য আরজি ও জবানবন্দিতে প্রদান করেননি।

বাদীপক্ষ আবদুল মজিদের মৃত্যুকালে তাহার মাতা আশরাফ বিবি, বোন মোস্তাফা খাতুন ও নিখোঁজ ভ্রাতা জালাল আহম্মদ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকার দাবি করেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ আবদুল মজিদের মৃত্যুতে তৎ কন্যা ছায়রা খাতুন, ভ্রাতা জালাল আহামদ ও ভগ্নি মোস্তফা খাতুন ওয়ারিশ থাকার পর ছায়রা খাতুন মরণে জালাল আহামদ ও ১নং বিবাদী মোস্তফা খাতুন ওয়ারিশ হওয়ার দাবি করেন। আবদুল মজিদের মৃত্যুকালে তৎ মাতা আশরাফ বিবি যে জীবিত ছিলেন এই বিষয়টি বাদীপক্ষ বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক বা মৌখিক সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারেননি।

সাক্ষ্য প্রদানকালে বাদীপক্ষ প্রদর্শিত না করলেও নথিতে সামিল থাকা বাদীপক্ষের দাখিলীয় ২ নং বড় উঠান ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত ১৩/০৭/১৯৯৯ ইং তারিখের ওয়ারীশ সনদপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় সেখানে আবদুল মজিদের মৃত্যুকালে তাহার মাতা আশরাফ বিবি, বোন মোস্তাফা খাতুন ও নিখোঁজ ভ্রাতা জালাল আহম্মদ কে ওয়ারীশ হিসাবে দেখানে হয়েছে যাহা বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেছেন। বিপরীতে বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্রের ফটোকপি [প্রদর্শনী- খ ও খ১] হতে প্রতীয়মান হয় যে, জালাল আহম্মদ ও আবদুল মজিদ নিঃসন্তান মরনে তাদের ভগ্নী মোস্তফা খাতুন একমাত্র ওয়ারীশ ছিলেন। দাখিলীয় উক্ত ওয়ারীশ সনদে মাতা আশরাফ বিবি বিষয়ে কিছু বলা নেই। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদে আশরাফ বিবি কে আবুদল মজিদের ওয়ারীশ দেখানো হলেও উহা আমার নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয়নি কেননা আবদুল মজিদের মৃত্যুকালে যে তার মাতা আশরাফ বিবি জীবিত ছিলেন এ বিষয়টি বাদীপক্ষ মৃত্যুসনদ বা বিশ্বাসযোগ্য মৌখিক বা দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমান করেননি। বাদীপক্ষের দাখিলীয় বি এস ১৬৯৬ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-২] শুধুমাত্র জালাল আহম্মদ ও মোস্তফা খাতুন এর নামে প্রচারিত হওয়া প্রমাণ করে যে আবদুল মজিদের মৃত্যুকালে তারাই একমাত্র ওয়ারীশ ছিলেন। আবদুল মজিদের মাতা আশরাফ বিবি তার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন বিধায় কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি এবং উক্ত কারনে বি এস জরিপে তার নাম আসেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বি এস জরিপ শুদ্ধ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

যেহেতু মাতা আশরাফ বিবি পুত্র আবদুল মজিদ হতে কোন স্বত্ব অর্জন করেননি সুতরাং আশরাফ বিবির মৃত্যুতে বাদীপক্ষের দাবিকৃত আশরাফ বিবির মৃত্যুতে তৎ ভগ্নী আবজান বিবি ও কোন স্বত্ব অর্জন করেনি। ফলে আবজান বিবির পরবর্তী ওয়ারীশ হিসাবে বাদীপক্ষ কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ নেই এবং তর্কিত বি এস খতিয়ান অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। আবার তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ না থাকায় এল এ ৮/৯৮-৯৯ নং মামলায় নালিশী ভূমি সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরনের টাকা বাদীপক্ষ পাবার অধিকারী নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫, ৬ ও ৭ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু বিচার্য বিষয় ৫, ৬ ও ৭ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার নন।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১(ক) নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।